হুমায়ুন আজাদের

প্রবচনগুচ্ছ

CONVERTED TO PDF

BY

---RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

"বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন"

১৯৮৯--এ যখন *অরুণিমা* নামে একটি ছোটো সাময়িকীতে *হুমায়ুন আজাদের* প্রবচনগুচ্ছ বেরোয়, দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে। একটি প্রথাগত সমাজ হঠাৎ ঘা খেয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। মেতে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীলবর্গ হুমায়ুন আজাদকে স্তব্ধ ক'রে দেয়ার জন্যে। তাঁর অপরাধ তিনি প্রকাশ করেছেন নিষিদ্ধ সত্য। বাঙলায় প্রবচন রচনার কোনো ঐতিহ্য নেই, হুমায়ুন আজাদ সৃষ্টি করেছেন সে-ঐতিহ্য। তাঁর সংহত, তীব্র, মর্মভেদী, অপ্রথাগত প্রবচনগুচ্ছে ধরা পড়েছে বাঙলার আন্তর রূপ, যা অশুভ। হুমায়ুন আজাদ প'চে যাওয়া ভালো ভালো কথা বলেন নি, বলেছেন নির্মম সত্য; সত্য প্রকাশ করেছেন শোধিত মুক্তোর মতো নিটোল বাক্যে। এর মাঝেই তাঁর অনেক প্রবচন পরিণত হয়েছে সমকালীন প্রবাদে, ফিরছে তরুণদের মুখে মুখে। তাঁর শ্লেষবিদ্যুতে ঝলসে উঠছে চারপাশ। সত্যপ্রিয় যারা, তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে হুমায়ুন আজাদের সত্যভাষী এ-প্রবচনগুচ্ছ। বাঙলায় লা রশফোকো নেই আছেন হুমায়ুন আজাদ। প্রথম সংস্করণ সংশোধন ক'রে ৪৪টি নতুন প্রবচনসহ এ-বছরই প্রকাশিত হয়েছিলো সংশোধিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। এবার প্রকাশিত হলো জনপ্রিয় প্রবচনগুচ্ছের শোভন সংস্করণ

হুমায়ুন আজাদের

প্রবচনগুচ্ছ

আগামী প্রকাশনী

41, Aziz Super Market
তক্ষশিলা
TAXILA
Tel: 9660158

তৃতীয় শোভন সংস্করণ প্রথম পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১১ : জুলাই ২০০৪
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৯ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
তৃতীয় শোভন সংস্করণ ভাদ্র ১৪০০ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
স্বত্ব হুমায়ুন আজাদ
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ৭১১ ১৩৩২ ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ : উত্তম সেন
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা

মূল্য ষাট টাকা

ISBN 984 401 151 5

Humayun Azader Prabacanguccha(Maxims of Humayun Azad) :
Humayun Azad. Published by Osman Gani, Agamee Prakashani,
36 Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh.
Third Edition : First Reprint : July 2004
Cover Design : Uttam Sen
Price : Taka 60.00

উৎসর্গ
কবির মজুমদার
বন্ধুবরেষু

ভূ মি কা

প্রবচন, ও প্রথাগত সমাজ

পশ্চিমে এক ধরনের সংহত, তীক্ষ্ম, শাণিত, অন্তর্ভেদী মন্তব্য, যাকে বাঙলায় বলতে পারি *প্রবচন*, রচনার রীতি রয়েছে। ইংরেজিতে একে বলা হয় Aphorism, বা Maxim; এর সাথে আন্তর মিল রয়েছে Pensee, ও Sententiaর, এমনকি Proverb-এর সাথেও এর রয়েছে সম্পর্ক। অ্যাফরিজম সংহতভাবে প্রকাশ করে কোনো সত্য, রচনা করে সাধারণসূত্র। অ্যাফরিজম বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষাত্মক হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে। প্রবাদ এক ধরনের অ্যাফরিজম। ম্যাক্সিমও অনেকটা একই ধরনের, এতেও সংহতভাবে প্রকাশ করা হয় মানবাচরণ ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে কোনো সাধারণ সত্য; তবে ম্যাক্সিম একটু সংকীর্ণ, কেননা এতে বড়ো হয়ে ওঠে রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টি। আকারে এগুলো দীর্ঘ

হয় না; দু-এক বাক্যেই সাধারণত প্রকাশ করা হয় সত্য। পঁসেও অ্যাফরিজম ও ম্যাক্সিমের মতোই; তবে পঁসে যেমন এক বাক্যের হ'তে পারে, তেমনি হ'তে পারে কয়েক পাতার। সেন্টেনশিয়াও একই ধরনের, তবে সাধারণত এখন নিন্দা জ্ঞাপনের কাজেই ব্যবহৃত হয় সেন্টেনশিয়া। অ্যাফরিজম, ম্যাক্সিম, পঁসে পশ্চিমের বহু লেখকের রচনায় ছড়িয়ে আছে: অর্তেগা ই গাসেৎ, অস্কার ওয়াইল্ড, আরস্তিতল, কাম্যু, কোলরিজ, গ্যেটে, চসার, চেস্টারটন, চেস্টারফিল্ড, জনসন, থোরো, তকভিল, নিটশে, পাস্কাল, পোপ, প্রুস্ত, প্লাতো, বার্নাড শ, বেকন, ব্লেক, ভবনার্গ, ভলতেয়ার, ভালেরি, মঁতেন, রাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমারশন, রেমি দ্য গোরমঁ, লা রশফোকো, শফেনহায়ার, সেইন্ট অগাস্টিন, স্যান্টায়ানা, হোয়াইটহেড, ও আরো অনেকের লেখায়। বাঙলায় ভারতচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর লেখায় ম্যাক্সিম ও অ্যাফরিজম মেলে।

প্রবচন এক ধরনের প্রবাদ, তবে প্রবাদে সাধারণ সত্যের পরিমাণ কিছুটা বেশি, কেননা প্রবাদে বিশেষ এক দৃষ্টিতে সত্যকে না দেখে দেখা হয় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে। যাঁদের ম্যাক্সিম-অ্যাফরিজম বেশ বিখ্যাত, তাঁরা প্রবচনের জন্যে প্রবচন লেখেন নি; তাঁরা রচনার

এখানেসেখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রবচন। লা রশফোকোই প্রথম লেখেন প্রবচনের জন্যে প্রবচন; তিনি তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছিলেন শুধু প্রবচনরূপে। তাঁর *Maximes* প্রবচনের বৃহত্তম সংগ্রহ, বেরিয়েছিলো ১৬৬৫তে। তাঁর প্রবচনগুলো সতেরোশতকের ফরাশি সালোঁর শস্য। সতেরোশতকের পঞ্চাশ–ষাটের দশকে পারি নগরে মাদাম দ্য সাবলের সালোঁ ছিলো এক আকর্ষণকেন্দ্র, যেখানে সালোঁর সদস্যরা সবাই মিলে রচনা করেন একরাশ প্রবচন, এবং সেগুলোকে দেন নিটোল রূপ। ওগুলো ছিলো যৌথসৃষ্টি, তবে ওগুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার ভার পড়ে লা রশফোকোর ওপর। তিনি ওগুলোকে দেন সিনিক্যাল চরিত্র। ১৭৪৬-এ বেরোয় ভবনার্গের প্রবচনগুচ্ছ। তিনি রশফোকোর মতো সিনিকাল ছিলেন না। এ-ধরনের প্রবচনগুচ্ছ ইংরেজিতে আছে শুধু জর্জ হ্যালিফ্যাক্সের *Maxims of State* (১৬৯২) -এ। এতে আছে ৩৩টি প্রবচন। পঁসের সবচেয়ে বিখ্যাত সংগ্রহ পাস্কালের *Defence of the Christian Religion* (১৬৭০)। এতে পঁসে আছে আটশো থেকে হাজারটির মতো। পাস্কালের পঁসেতে ধরা পড়েছে উপলব্ধির অসাধারণ গভীরতা; তাই এটি গণ্য হয় মহাগ্রন্থরূপে। পাস্কালের অনুসরণে অসাধারণ পঁসে রচনা করেছিলেন দিদরো ও জোজেফ জোবের। জোবেরের পঁসে শাতোব্রিয়ঁ সম্পাদনা করেন *রাকাই দে পঁসে* (১৮৩৮) বা *চিন্তাসংগ্রহ* নামে।

বাঙলায় প্রবচনের কোনো সচেতন ঐতিহ্য নেই। সংহত পরিহাসের, প্রথাগত সত্যের উল্টো পিঠ দেখার একটি প্রবণতা আমার রয়েছে। আমাদের নষ্ট সমাজ আমাকে খুব পীড়িত করে; প্রথায়ও আমি ক্লান্ত বোধ করি। ইচ্ছে হয় নষ্ট সমাজ, সমস্ত প্রথা, আর ভণ্ডামোকে এক লাথিতে মহাকালের নর্দমায় ফেলে দিতে। কয়েক বছর আগে এক ছাত্রী একটি ডায়েরি উপহার দিয়ে তাতে মাঝেমাঝে আমার যা মনে আসে লিখে রাখতে অনুরোধ করে। হাতে লেখা আমি অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছি ব'লে এমন অনেকগুলো ডায়েরি শাদা প'ড়ে আছে। ওর স্নিগ্ধ অনুরোধকে মূল্য দেয়ার জন্যে আমার মনে যে-বোধ জাগে, তা দু-এক বাক্যে লিখে রাখতে শুরু করি। আমি এ-কপট সমাজের মহাপুরুষ হ'তে চাই নি, তাই 'ভালো ভালো কথা'র বদলে লিখতে শুরু করি এমন মন্তব্য, যা নির্মম, নির্মোহ, শ্লেষাত্মক, কিন্তু উপলব্ধিগতভাবে সত্য। সালাম সালেহউদদীন, আমার ছাত্র, *অরুণিমা* নামে একটি সাময়িকী বের করবে ব'লে লেখার জন্যে বার বার চাপ দিতে থাকে। তার চাপে ওই বোধগুলোকে 'হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ' নামে তার হাতে তুলে দিই। সে *অরুণিমায়* [মে ১৯৮৯] পঁচিশটি প্রবচন ছাপার পর বুঝতে পারি কতো প্রথাগত কপট এ-বঙ্গীয় সমাজ, বুঝতে পারি কতো সার্থক এ-প্রবচনগুচ্ছ। প্রবচনগুচ্ছের ওপর

ঢালতলোয়ার নিয়ে লাফিয়ে পড়ে সমাজের প্রায় সমস্ত কপট ভণ্ড সংস্কৃতিহীন বর্বর। শুনতে পাই আমি নাকি এক 'বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব', ওগুলোর পর হয়ে উঠি বিতর্কিততম। পত্রপত্রিকায় ওগুলো ও আমাকে নিয়ে শুরু হয় অশীল মত্ততা, কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কীভাবে আমাকে বরখাস্ত করানো যায়, সে -বাঙালিসুলভ সমাজসেবামূলক কাজেও লিপ্ত হয়। আমাকে সমর্থনও করেন অনেকে।

প্রবচনগুলো নিয়ে প্রথম মেতে, পাগল হয়ে, ওঠেন বর্তমানের প্রধানতম কপট লেখক, যাঁর কোনো কোনো লেখার আমি অত্যন্ত অনুরাগী, যিনি গুরুত্বপূর্ণ লেখক হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত কপটতার জন্যে কখনো গুরুত্ব পান নি ও পাবেন না ব'লেই মনে হয়, সেই সৈয়দ হক। তিনি *সংবাদ সাময়িকীতে* [১৮ জৈষ্ঠ ১৩৯৬] তাঁর কলামে প্রবচনগুলোকে উপলক্ষ ক'রে আক্রমণ করেন আমাকে। তাঁর লেখাটি ছিলো ভণ্ডামো, অসততা, মগজহীনতা, ও মৌলবাদের মিশ্রণ, যা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। লেখাটি তিনি শুরু করেন স্বভাবসুলভ অসততা ও কপটতা দিয়ে, বলেন সাময়িকীটিতে 'প্রকাশিত ছাত্রদের কবিতার অধিকাংশই বড় সুন্দর রচনা, সে রচনায় আছে সংযম, আছে প্রকরণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং শব্দ ব্যবহারে যত্ন এবং সদাচার।' এর সবটাই কপটতার উদাহরণ; ওই লেখাগুলোতে এসব নেই, শুধু

ছাত্রদের তোষামোদ করার জন্যেই এ-ভণ্ডামো। শামসুর রাহমান ও এক অভিনেত্রী সম্পর্কে একটি প্রবচন আছে; সেটি এ-কপট মহাপুরুষকে এতো কষ্ট দেয় যে তিনি নারীজাতির পক্ষে হায় হায় ক'রে ওঠেন। তাঁর মন্তব্য: 'অভিনেত্রী তথা এক মহিলা সম্পর্কে এতদূর অশ্রদ্ধা পোষণ করেও তিনি কি করে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে নিজেকে দাবী করতে পারেন?' এ হচ্ছে রুগ্ন বুর্জোয়া ও লোলুপ লুম্পেনের হাহাকার, যার সবটাই বানানো। মগজ পুরোপুরি প'চে গেলে ও ভণ্ডামোতে ভ'রে গেলেই কেউ এমন ভাবালুতা দেখাতে পারে। বলতে ইচ্ছে হয় খেলারাম খেলে যা। সৈয়দ হক, যাঁর লেখার কিছু কিছু অংশ আমার পছন্দ, বাঙলাদেশের সবচেয়ে লিঙ্গবাদী লেখক; যাঁর প্রধান প্রেরণা কাম, যিনি নারীকে ভোগ্যপণ্যরূপে ব্যবহারে অক্লান্ত, যিনি আঙুল গোল ক'রে তার ভেতরে আরেক আঙুল ঢুকিয়ে 'জিপ জিপ মালুমে'র গল্প লিখেছেন, যিনি উঠে এসেছেন বাথানগুলি থেকে, লিখেছেন, 'আমার অসুখ নাই, নির্ভয়ে করেন', যিনি নারীকে যৌনপীড়ন না ক'রে উপন্যাস বা অপন্যাস লিখতে পারেন না, তিনি হাহাকার করেছেন মোল্লার মতো। তাঁর *নিষিদ্ধ লোবান*-এ পাকিস্তানি মেজর বিলকিসকে ধর্ষণ করার আগে মানসিক বলাৎকার করে এভাবে:

'আমাকে একটা কথা বলো, হিন্দুরা কি প্রতিদিন গোসল করে?'

নীরবতা।

'হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি বড্ড গন্ধ?'

নীরবতা।

'তাদের জায়গাটা পরিষ্কার?'

নীরবতা।

'আমি শুনেছি, মাদী কুকুরের মতো। সত্যি?'

নীরবতা।

'শুনেছি হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেয়া যায় না?'

নীরবতা।

'আমাকে কতক্ষণ ওভাবে ধরে রাখতে পারবে?'

পাকিস্তানি মেজর নয়, আসলে লেখকই মানসিক ধর্ষণ করেছেন বিলকিসকে, আর সে-লেখকই অভিনেত্রীর প্রতি আমার অশ্রদ্ধায় বিলাপ করেছেন! মগজ প'চে যাওয়ার গন্ধে ভ'রে আছে তাঁর সমস্ত মন্তব্য। তিনি না বুঝে সমীকরণ করেছেন যার-তার; বলেছেন 'অভিনেত্রী তথা এক মহিলা', অর্থাৎ মহিলা মানেই তাঁর কাছে অভিনেত্রী, আর তাঁর বিশ্বাস অভিনেত্রীকে শ্রদ্ধা না করলে মহিলাকে শ্রদ্ধা করা যায় না, এমনকি মানুষকেও শ্রদ্ধা করা যায় না! সৈয়দ হকি শাস্ত্রমতে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হ'লে প্রথমে শ্রদ্ধা করতে

হবে অভিনেত্রীকে! হকের লেখাটিতে শ্রদ্ধার কথা বার বার এসেছে; এটা হয়তো ঘটেছে ব্যক্তিগত কারণে, কারো কাছে শ্রদ্ধা না পাওয়ার ফলে। সৈয়দ হক মানুষকে শ্রদ্ধা করেন কিনা জানি না, তবে অভিনেত্রীদের শ্রদ্ধা করেন; ওটা তাঁর ব্যবসা। নারীবাদের মূলকথাও জানা নেই তাঁর; অভিনেত্রী পুরুষতন্ত্রের প্রমোদপণ্য, তারা নারীর প্রতিনিধি নয়; তারা হকের মতো লিঙ্গবাদীদেরই প্রমোদের পুতুল। না, আমি অভিনেত্রীদের শ্রদ্ধা করি না; আর কপট মানবপ্রেমের বা শ্রদ্ধার ব্যবসাও করি না। আমি মানুষকে অশ্রদ্ধা করি, এটা প্রধান সংকট নয়; প্রধান সংকট হচ্ছে হকের মতো মানুষেরা যখন 'মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে নিজেকে দাবী' করেন। প্রবচনগুলো সম্পর্কে তাঁর অন্যান্য মন্তব্য আলোচনারও অযোগ্য, সেগুলোতে তাঁর মস্তিষ্কের অবক্ষয় সুস্পষ্ট।

হকের আক্রমণ ছিলো সম্ভবত পরিকল্পিত, তার এক দিন পরেই *সংবাদ*-এর নারীদের পাতায় প্রবচনগুলো ও আমাকে আক্রমণ ক'রে ছদ্মনামী এক পত্রলেখিকার পত্র ছাপা হয়। শুরু হয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। অতো দ্রুত পত্র আসতে পারে যদি তা পত্রিকা অফিসের টেবিলেই লেখা হয়। আমার

সৌভাগ্য দেশের ভণ্ড-প্রগতিশীলেরা, প্রতিক্রিয়াশীলেরা ও প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাগুলো সব সময়ই প্রস্তুত আমার বিরুদ্ধে মেতে উঠতে। *বিচিত্রা* নামের একটি সাপ্তাহিক রয়েছে, যেটি স্বৈরচক্রের চিরঅনুগত, সুবিধাবাদী, বিকারগ্রস্ত, ও মৌলবাদের দোসর; সেটি অবিলম্বে সুযোগ গ্রহণ করে। পত্রিকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংস্কৃত উপাচার্য, বাঙলা বিভাগের সে-সময়ের সভাপতি, যিনি এক পংক্তিও শুদ্ধ বাঙলা লিখতে পারেন না, কল্পিত কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির দায়িত্বহীন সভাপতি, ও আরো কার কার যেনো সাক্ষাৎকার ছেপে প্রতিক্রিয়াশীলতার আন্দোলন তৈরি করে। সবাইকে ছাড়িয়ে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় পল্লীতে পরিচিত ছিলেন অমার্জিত অশিক্ষিত ব'লে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত এ-ধরনের ব্যক্তিদেরই পায় উপাচার্যরূপে, যাঁদের সাংস্কৃতিক মান হয় খুবই নিম্ন, চতুর্থমানের শিক্ষকেরাই সাধারণত উপাচার্য হন। তিনি একবার সত্যজিত রায়ের চলচ্চিত্র সম্পর্কে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিশেবে গিয়ে সত্যজিতের মৃত্যুতে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত এ-ধরনের

গণ্ডউপাচার্যের কথা শুনেই অল্প পরে সত্যজিত রায় আক্রান্ত হন হৃদরোগে। তিনি আমাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়ে খুব বাহাবা নেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি স্থূল মানুষ, তাই মানসিক হাসপাতাল খুব নিন্দার ব্যাপার তাঁর কাছে; আমার কাছে নয়। বাঙলাদেশে বাস ক'রে শুধু গণ্ডারদের পক্ষেই সম্ভব মানসিকভাবে সুস্থ থাকা, বিশেষ ক'রে যেখানে আছে এ-ধরনের মগজহীন উপাচার্যরা। এ-ধরনের নিরক্ষর উপাচার্যরা মৃত্যুর পর দেয়ালে একটি ময়লা বাঁধানো ছবি ছাড়া আর কিছু রেখে যান না; চাকুরি যাওয়ার পর তাঁদের নামও কারো মনে থাকে না। মহাকালকে ধন্যবাদ।

মৌলবাদী *দৈনিক সংগ্রাম* হাত মেলায়

মৌলবাদীদের জনপ্রিয় করার ভার নিয়েছিলো যে-পত্রিকাটি, সে-*বিচিত্রা*র সাথে। আমির খসরু ছদ্মনামী এক মৌলবাদী অশ্লীল গালাগাল করেন ২১ ৬ ৮৯-এ; এবং ২২ থেকে ২৫ ৬ ৮৯ পর্যন্ত আরেক ছদ্মনামী জহুরি 'ডক্টর আজাদ বনাম সৈয়দ হক: মূল প্রসঙ্গ প্রবচন' নামে চালান অশিক্ষিত অশ্লীল আক্রমণ। তবে প্রথা ও প্রতিক্রিয়াশীলতায় এখনো বাঙলাদেশ শেষ হয়ে যায় নি; কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন সত্য, স্বাধীনতা, প্রগতিতে। মহুয়া রহমান ও সৈয়দ তারিক ১

আষাঢ় ১৩৯৬-এর *সংবাদ সাময়িকী*র 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া'য় খুলে ফেলেন সৈয়দ হকের মুখোশ, দেখান তাঁর কপটতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। *সাপ্তাহিক বিশ্বদর্পণ* [২১-২৭ জুন ১৯৮৯] 'প্রবচন বিতর্ক: পক্ষে বিপক্ষে তুমুল লেখালেখি' নামে একটি প্রচ্ছদপ্রবন্ধ ও আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। এতে উদ্যোগ নেয় আমার কতিপয় অনুরাগী ছাত্র, বিশেষ ক'রে সরকার আমিন। পত্রিকাটি নতুন ২৫টি প্রবচনও প্রকাশ করে। এগিয়ে আসেন বিবেকী শামসুর রাহমান। তিনি *সংবাদ*-এ লেখেন 'বিতর্কিত প্রবচনগুচ্ছ' নামে একটি দীর্ঘ বাকস্বাধীনতাবাদী রচনা। তিনি লেখেন:

> কেউ কেউ এমন প্রস্তাবও দিয়েছেন যাতে হুমায়ুন আজাদ কখনো প্রবচন লিখতে না পারেন। এর অর্থ কী দাঁড়ায়? একজন লেখকের লেখার অধিকার শুধুমাত্র ফ্যাসিবাদীরাই কেড়ে নিতে তৎপর হয়, যেমনটি হয়েছিলো হিটলারের জার্মানীতে। কেউ কেউ কুপিত হয়ে হুমায়ুন আজাদের বিরুদ্ধে মিছিল বের করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। ...এ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হ'তে পারে; কিন্তু সেই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্যই যদি হয় লেখকের স্বাধীনতা খর্ব করা, তাঁকে লিখতে না দেয়া, তাঁর রুটি-রুজির ওপর হামলা করা, তাহলে একজন লেখক হিসেবে তেমন উদ্যোগের বিরোধিতা করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এর পর সৈয়দ আবার আশ্রয় নেন কপটতা ও মিথ্যাচারের। সংবাদ-এ তাঁর কপট কলামে তিনি ঘোষণা করেন আমার 'রুচি-রুজির', শব্দ দুটিকে আমি ঘেন্না করি, ওপর হামলা হ'লে, 'আমিই প্রথম প্রতিবাদ করবো।' এ-কপটতার নামই সৈয়দ হক। যুক্তিতে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তিনি চ'লে যান অন্য প্রসঙ্গে, আশ্রয় নেন মিথ্যাচারের। এর কয়েক মাস আগে জাতীয় কবিতা পরিষদের কয়েকজন চক্রান্তকারী মঞ্চে আমার উপস্থাপিত প্রবন্ধের অশালীন আলোচনা করেন; প্রবন্ধ আলোচনা করতে না পেরে তাঁরা অশ্লীল আক্রমণ করেন আমাকে। সে-বছর সিদ্ধান্ত ছিলো আলোচনার পর প্রাবন্ধিক উত্তর দেবেন; কিন্তু চক্রান্ত ক'রে আমাকে উত্তর দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় নি। তিনি প্রবচন ছেড়ে চ'লে যান কবিতা পরিষদের ঘটনায়, ঘটনাটির এক মিথ্যা বিবরণ দেন। এরও নাম সৈয়দ হক। *আনন্দপত্র* [১-৭ জুলাই ১৯৮৯] প্রকাশ করে 'সহযাত্রীদের কলমযুদ্ধ' নামে প্রতিবেদন ও আমার সাক্ষাৎকার। দেখছি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম:

সৈয়দ হকের উপন্যাস মূলত পর্নোগ্রাফি। মুক্তিযুদ্ধের যে-উপন্যাসগুলো তিনি লিখেছেন, সেগুলোকে তিনি ধর্ষণের উপাখ্যানে পরিণত করেছেন। তাঁর লেখা 'খেলারাম খেলে যা'

উপন্যাসটিতে... বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি মেয়েকে বারবার ভোগ করা হয়েছে। তিনি একজন ভালো পর্নোঔপন্যাসিক। তাঁর দূরত্ব উপন্যাসে কলাভবনের ছাদে 'রাজা' পাওয়া যায় ব'লে উল্লেখ আছে।

তারকালোক [১-১৪ জুলাই ১৯৮৯] প্রকাশ করে 'হুমায়ুন আজাদের 'প্রবচনগুচ্ছ' নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক' নামে একটি প্রতিবেদন, ও একটি সাক্ষাৎকার। দেখতে পাচ্ছি একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম :

সৈয়দ হকের সমালোচনা, যদি তাকে সমালোচনা বলা যায়, অসততা, ভণ্ডামো, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মৌলবাদী মনোভাবের প্রকাশ। তাঁর মতো যৌনঃযাফারের প্রধানত সুনীতির পুরোহিত হওয়া সাজে না। সৈয়দ হক আসলে ওই রচনায় আত্মহত্যা করেছেন, তবে সততা ও নৈতিকতার অভাবে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে তিনি নারীদের অপমান করেছেন, তাদের যৌনসামগ্রী হিশেবে ব্যবহার করেছেন; তাই ওই লেখাটিতে তাঁর ভণ্ডামো দেখে তাঁর জন্যে আমার করুণা হয়।... এতোদিন মৌলবাদীরা আমাকে অনেক আক্রমণ করেছে। এখন আক্রমণ করছেন একজন রুগ্ন বুর্জোয়া ও লোলুপ লুম্পেন। এখানে কিছুই বিস্ময়কর নয়।

মনে পড়ছে একটি স্ত্রীবাদী এনজিও আমার বিরুদ্ধে প্রস্তাব

গ্রহণ করে আমি অভিনেত্রীকে অপমান করেছি ব'লে। তাঁরা ব্যবস্থাগ্রহণের জন্যে নানা স্থানে পাঠান তাঁদের ভুল বাঙলায় লেখা প্রস্তাবের প্রতিলিপি। বিদেশি টাকায় তাঁরা চমৎকার নারীব্যবসা করছেন। তারকালোক-এ [১-১৪ আগস্ট ১৯৮৯] 'হুমায়ুন আজাদের কাছে খোলা চিঠি নামে একটি চমৎকার চিঠি লেখে আমার সহপাঠী, বহু-দিন-না-দেখা বন্ধু, সৈয়দ সালাহউদ্দীন জাকী, যাঁকে আমি দুঃখজনকভাবে হারিয়ে ফেলেছি সিনেমার কাছে, যে কাক নামের একটি সুন্দর সংকলনে ছেপেছিলো 'খোকনের সানগ্লাস' নামে আমার একটি কবিতা, যে-কবিতাটিতে জাকী আজো মুগ্ধ। জাকী আমাকে ঘা দিতে চেয়েছে, কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়েছি। জাকীর একটি মন্তব্য সুখ দিয়েছে আমাকে:

তোমার প্রবচনের উপস্থাপনার পরিশীলন, পরিচ্ছন্নতার কথা না বলে পারছি না। ইংরেজীতে 'প্রিসিশন' বলে যে-শব্দটা আছে, তার প্রতিফলন বাংলা ভাষায় খুব একটা আছে কি তীক্ষ্ণ, তরবারির মতো কাটে নিঃশব্দে

তোমার প্রবচনগুচ্ছ প্রিসিশনের ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রিসিশন প্রয়োজন ক্যামেরায়, ক্যামেরার চোখে। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশী সাহিত্যে এই প্রিসিশন নেই বলে আমাদের ক্যামেরাতেও নেই।... শেষ প্রবচনটির জন্যে তোমার একটি 'লাল গোলাপ' প্রাপ্য।

দু-কলাম জোড়া আঁচড়ের পর বন্ধুর কাছ থেকে একটি লাল গোলাপ পাওয়া অনন্ত আনন্দের। আরো অসংখ্য পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে প্রবচনগুলো সম্পর্কে। প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রবচনকে দমাতে পারে নি, দেখেছি এগুলোর কোনো কোনোটি অনেকেই উদ্ধৃত করেন। সালামের উৎসাহে প্রথম প্রবচনগুচ্ছ বেরিয়েছিলো অরুণিমায়, তারই চাপে মাঝেমাঝে লিখেছি প্রবচন; এবার তাঁরই আগ্রহে বই আকারে বেরোলো। সে চেয়েছিলো কমপক্ষে ৫০০ প্রবচন, কিন্তু আমি তা লিখে উঠতে পারি নি। এর বড়ো অংশ লিখেছি প্রবচনরূপেই, কয়েকটি সংগ্রহ করা হয়েছে আমার কিছু রচনা থেকে। জানি না প্রথাগত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ এবার কীভাবে ক্ষেপে উঠবে।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা

১৮ মাঘ ১৩৯৮ : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এ-সংস্করণে বইটির কাঠামো বদল করা হলো, ছাপাও হলো শোভনরূপে। নতুন প্রবচন আর লিখি নি, যে-আবেগ প্রবচন লেখায় উৎসাহ দেয়, তা বোধ করছি না অনেক দিন। তবে ভালো লাগছে এজন্যে যে অনেকেই আজকাল প্রবচন লেখার আগ্রহ বোধ করছেন। আশা করি এ-সংস্করণ পাঠকদের জন্যে তৃপ্তিকর হবে।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা

১৮ ভাদ্র ১৪০০ : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

হুমায়ুন আজাদের
প্র ব চ ন গু চ্ছ

১

মানুষ সিংহের প্রশংসা করে, কিন্তু আসলে গাধাকেই পছন্দ করে।

২

পুঁজিবাদের আল্লার নাম টাকা, মসজিদের নাম ব্যাংক।

৩

সুন্দর মনের থেকে সুন্দর শরীর অনেক আকর্ষণীয়। কিন্তু ভণ্ডরা বলেন উল্টো কথা।

৪

হিন্দুরা মূর্তিপূজারী; মুসলমানেরা ভাবমূর্তিপূজারী। মূর্তিপূজা নির্বুদ্ধিতা; আর ভাবমূর্তিপূজা ভয়াবহ।

৫

শামসুর রাহমানকে একটি অভিনেত্রীর সাথে টিভিতে দেখা গেছে। শামসুর রাহমান বোঝেন না কার সঙ্গে পর্দায়, আর কার সঙ্গে শয্যায় যেতে হয়।

৬

আগে কারো সাথে পরিচয় হ'লে জানতে ইচ্ছে হতো সে কী পাশ? এখন কারো সাথে দেখা হ'লে জানতে ইচ্ছে হয় সে কী ফেল?

৭

শ্রদ্ধা হচ্ছে শক্তিমান কারো সাহায্যে স্বার্থোদ্ধারের বিনিময়ে পরিশোধিত পারিশ্রমিক।

৮

আজকাল আমার সাথে কেউ একমত হ'লে নিজের সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ জাগে। মনে হয় আমি সম্ভবত সত্যভ্রষ্ট হয়েছি, বা নিম্নমাঝারি হয়ে গেছি।

৯

'মিনিস্টার' শব্দের মূল অর্থ ভৃত্য। বাঙলাদেশের মন্ত্রীদের দেখে শব্দটির মূল অর্থই মনে পড়ে।

১০

আগে কাননবালারা আসতো
পতিতালয় থেকে, এখন আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

১১

জনপ্রিয়তা হচ্ছে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি। অনেকেই আজকাল
জনপ্রিয়তার পথে নেমে যাচ্ছে।

১২

উন্নতি হচ্ছে ওপরের দিকে পতন। অনেকেরই আজকাল ওপরের
দিকে পতন ঘটিছে।

১৩

ব্যর্থরাই প্রকৃত মানুষ, সফলেরা শয়তান।

১৪

আমাদের অঞ্চলে সৌন্দর্য অশ্লীল, অসৌন্দর্য শ্লীল। রূপসীর একটু নগ্ন
বাহু দেখে ওরা হৈচৈ করে, কিন্তু পথে পথে ভিখিরিনির উলঙ্গ দেহ
দেখে ওরা একটুও বিচলিত হয় না।

১৫

পরমাত্মীয়ের মৃত্যুর শোকের মধ্যেও মানুষ কিছুটা সুখ বোধ করে যে
সে নিজে বেঁচে আছে।

১৬

একটি স্থাপত্যকর্ম সম্পর্কেই আমার কোনো আপত্তি নেই, তার
কোনো সংস্কারও আমি অনুমোদন করি না। স্থাপত্যকর্মটি হচ্ছে
নারীদেহ।

১৭

প্রতিটি দক্ষ গ্রন্থ সভ্যতাকে নতুন আলো দেয়।

১৮

বাঙলার প্রধান ও গৌণ লেখকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রধানেরা
পশ্চিম থেকে প্রচুর ঋণ করেন, আর গৌণরা আবর্তিত হন
নিজেদের মৌলিক মূর্খতার মধ্যে।

১৯

মহামতি সলোমনের নাকি তিন শো পত্নী, আর সাত হাজার
উপপত্নী ছিলো। আমার মাত্র একটি পত্নী। তবু সলোমনের
চরিত্র সম্পর্কে কারো কোনো
আপত্তি নেই, কিন্তু আমার চরিত্র নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন।

২০

বাঙালি মুসলমানের এক গোত্র মনে করে নজরুলই পৃথিবীর
একমাত্র ও শেষ কবি। তাদের আর কোনো কবির দরকার নেই।

২১

বাঙালি যখন সত্য কথা বলে
তখন বুঝতে হবে পেছনে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

২২

আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলো
অসংখ্য অতোরবসকে মহামানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২৩

অধিকাংশ রূপসীর হাসির শোভা মাংসপেশির কৃতিত্ব,
অন্তরের কৃতিত্ব নয়।

২৪

পাকিস্তানিদের আমি অবিশ্বাস করি, যখন তারা গোলাপ নিয়ে
আসে, তখনও।

২৫

আবর্জনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করলেও আবর্জনাই থাকে।

২৬

নিজের নিকৃষ্ট কালে চিরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে
রয়েছে বই; আর সমকালের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ পাওয়ার
জন্যে রয়েছে টেলিভিশন ও সংবাদপত্র।

২৭

শৃঙ্খলপ্রিয় সিংহের থেকে স্বাধীন গাধা উত্তম

২৮

বাঙলার তরুণ বাবরালিরা খেলারাম, বুড়ো বাবরালিরা
ভণ্ডরাম।

২৯

প্রাক্তন বিদ্রোহীদের কবরে যখন
স্মৃতিসৌধ মাথা তোলে, নতুন বিদ্রোহীরা তখন কারাগারে
ঢোকে, ফাঁসিকাঠে ঝোলে।

৩০

একনায়কেরা এখন গণতন্ত্রের স্তব করে, পুঁজিপতিরা ব্যস্ত
থাকে সমাজতন্ত্রের প্রশংসায়।

৩১

বেতন বাঙলাদেশে এক রাষ্ট্রীয় প্রতারণা।
এক মাস খাটিয়ে এখানে পাঁচ দিনের পারিশ্রমিক দেয়া হয়।

৩২

পুরস্কার অনেকটা প্রেমের মতো :
দু-একবার পাওয়া খুবই দরকার, এর বেশি পাওয়া লাম্পট্য।

৩৩

এক-বইয়ের-পাঠক সম্পর্কে সাবধান।

৩৪

অভিনেত্রীরাই এখন প্রাতঃস্মরণীয় ও **সর্বজনশ্রদ্ধেয়**।

৩৫

কবিরা বাঙলায় বস্তিতে থাকে,
সিনেমার সুদর্শন গর্দভেরা থাকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রাসাদে।

৩৬

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, তবে বাঙালির **ওপর** বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক।

৩৭

বুদ্ধিজীবীরা এখন বিভক্ত তিন গোত্রে :
ভণ্ড, ভণ্ডতর, ভণ্ডতম।

৩৮

শিক্ষকের জীবনের থেকে চোর, চোরাচালানি, দারোগার জীবন অনেক আকর্ষণীয়। এ-সমাজ শিক্ষক চায় না, চোর-চোরাচালানি-দারোগা চায়।

৩৯

শয়তানের প্রার্থনায় বৃষ্টি নামে না, ঝড় আসে; তাতে অসংখ্য সৎ মানুষের মৃত্যু ঘটে।

৪০

যে-বুদ্ধিজীবী নিজের সময় ও সমাজ নিয়ে সন্তুষ্ট, সে গৃহপালিত পশু।

৪১

আর পঞ্চাশ বছর পর আমাকেও ওরা দেবতা বানাবে; আর আমার বিরুদ্ধে কোনো নতুন প্রতিভা কথা বললে ওরা তাকে ফাঁসিতে ঝুলোবে।

৪২

আমি এতো শক্তিমান আগে জানা ছিলো না।
আজকাল মিত্র নয়, শত্রুদের সংখ্যা দেখে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই।

৪৩

পা, বাঙলাদেশে, মাথার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
পদোন্নতির জন্যে এখানে সবাই ব্যগ্র,
কিন্তু মাথার যে অবনতি ঘটছে, তাতে কারো কোনো উদ্বেগ নেই।

৪৪

হায়! থাকতো যদি একটি লম্বা পাঞ্জাবি, আমিও খ্যাতি পেতাম মহাপণ্ডিতের।

৪৫

এখানকার একাডেমিগুলো সব ক্লান্ত গর্দভ; মুলো খাওয়া ছাড়া ওগুলোর পক্ষে আর কিছু অসম্ভব।

৪৬

জন্মান্তরবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের অবধারিত দর্শন। এ-অঞ্চলে একজন্মে পরীক্ষা দিতে হয়, আরেক জন্মে ফল বেরোয়, দু-জন্ম বেকার থাকতে হয়, এবং ভাগ্য প্রসন্ন হ'লে কোনো এক জন্মে চাকুরি মিলতেও পারে।

৪৭

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দরকার ছিলো না, কিন্তু দরকার ছিলো বাঙলা সাহিত্যের। পুরস্কার না পেলে হিন্দুরা বুঝতো না যে রবীন্দ্রনাথ বড়ো কবি; আর মুসলমানেরা রহিম, করিমকে দাবি করতো বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি হিশেবে।

৪৮

বাঙলাদেশে কয়েকটি নতুন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে; এগুলো হচ্ছে স্তুতিবিজ্ঞান, স্তবসাহিত্য, সুবিধাদর্শন, ও নমস্কারতত্ত্ব।

৪৯

এখানে অসতেরা জনপ্রিয়, সৎ মানুষেরা আক্রান্ত।

৫০

টেলিভিশন, নিকৃষ্ট জিনিশের এক নম্বর পৃষ্ঠপোষক, হিরোইন প্যাথেডিনের থেকেও মারাত্মক। মাদক গোপনে নষ্ট করে কিছু মানুষকে, টেলিভিশন প্রকাশ্যে নষ্ট করে কোটি কোটি মানুষকে।

৫১

পৌরাণিক পুরুষেরা সামান্য অভিজ্ঞতা ভিত্তি ক'রে অসামান্য সব সিদ্ধান্ত নিতেন। যযাতি পুত্রের কাছে থেকে যৌবন ধার ক'রে মাত্র এক সহস্র বছর সম্ভোগের পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে সম্ভোগে কখনো তৃপ্তি আসে না! এতো বড়ো একটি সিদ্ধান্তের জন্যে সহস্র বছর খুবই কম সময় : আজকাল কেউ এতো কম অভিজ্ঞতায় এতো বড়ো একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস করবে না।

৫২

অভিনেতারা সব সময়ই অভিনেতা; তারা যখন বিপ্লব করে তখন তারা বিপ্লবের অভিনয় করে। এটা সবাই বোঝে, শুধু তারাই বোঝে না।

৫৩

বাঙলাদেশের প্রধান মূর্খদের চেনার সহজ উপায় টেলিভিশনে কোনো আলোচনা-অনুষ্ঠান দেখা। ওই মূর্খমণ্ডলিতে উপস্থাপকটি হচ্ছেন মূর্খশিরোমণি।

৫৪

বাঙলা, এবং যে-কোনো, ভাষার শুদ্ধ বানান লেখার সহজতম উপায় শুদ্ধ বানানটি শিখে নেয়া।

৫৫

পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি নরনারী এখন মনে করে তাদের জীবন ব্যর্থ; কেননা তারা অভিনেতা বা অভিনেত্রী হ'তে পারে নি।

৫৬

মৌলিকতা হচ্ছে মঞ্চ থেকে দূরে অবস্থান।

৫৭

এরশাদের প্রধান অপরাধ পরিবেশদূষণ ; অন্যান্য সরকারগুলো পুরুষদের দূষিত করেছে, এরশাদ দূষিত করেছে নারীদেরও।

৫৮

বাঙালি একশো ভাগ সৎ হবে, এমন আশা করা অন্যায়। পঞ্চাশ ভাগ সৎ হ'লেই বাঙালিকে পুরস্কার দেয়া উচিত।

৫৯

একজন চাষী বা নদীর মাঝি সাংস্কৃতিকভাবে যতোটা মূল্যবান, সারা সচিবালয় ও মন্ত্রীপরিষদও ততোটা মূল্যবান নয়।

৬০

মানুষ ও কবিতা অবিচ্ছেদ্য। মানুষ থাকলে বুঝতে হবে কবিতা আছে; কবিতা থাকলে বুঝতে হবে মানুষ আছে।

৬১

বাঙালি আন্দোলন করে, সাধারণত ব্যর্থ হয়, কখনোকখনো সফল হয়; এবং সফল হওয়ার পর বাঙালির মনে থাকে না কেনো তারা আন্দোলন করেছিলো।

৬২

এদেশের মুসলমান এক সময় মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিলো; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি

মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি
থেকে মুসলমান হচ্ছে। পৌত্রের ঔরসে
জন্ম নিচ্ছে পিতামহ।

৬৩

নিন্দুকেরা পুরোপুরি অসৎ হ'তে পারেন না, কিছুটা সততা
তাঁদের পেশার জন্যে অপরিহার্য; কিন্তু প্রশংসাকারীদের পেশার
জন্যে মিথ্যাচারই যথেষ্ট।

৬৪

বাস্তব কাজ অনেক সহজ অবাস্তব কাজের থেকে : আট ঘণ্টা
একটানা শ্রম গাধাও করতে পারে, কিন্তু একটানা এক ঘণ্টা
স্বপ্ন দেখা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও অসম্ভব।

৬৫

একটি নির্বোধ তরুণীর সাথেও আধ ঘণ্টা কাটালে যে-জ্ঞান
হয়, আরিস্ততলের সাথে দু-হাজার বছর
কাটালেও তা হয় না।

৬৬

প্রতিটি সার্থক প্রেমের কবিতা বোঝায়
যে কবি প্রেমিকাকে পায় নি, প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা
বোঝায় যে কবি প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে।

৬৭

বিলেতের কবিগুরু বলেছিলেন যারা সঙ্গীত ভালোবাসে
না,
তারা খুন করতে পারে; কিন্তু আজকাল হাইফাই শোনার
সাথেসাথে এক ছুরিকায় কয়েকটি-গীতিকার, সুরকার,
গায়ক/গায়িকাকে-খুন করতে ইচ্ছে হয়।

৬৮

এখন পিতামাতারা গৌরব বোধ করেন যে তাঁদের পুত্রটি
গুণ্ডা। বাসায় একটি নিজস্ব গুণ্ডা থাকায় প্রতিবেশীরা
তাঁদের সালাম দেয়, মুদিদোকানদার
খুশি হয়ে বাকি দেয়, বাসার মেয়েরা নির্ভয়ে একলা পথে
বেরোতে পারে, এবং বাসায় একটি মন্ত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা
থাকে।

৬৯

তৃতীয় বিশ্বে নেতা হওয়ার জন্যে দুটি জিনিশ দরকার :
বন্দুক ও কবর।

৭০

প্রতিটি বিজ্ঞাপনে পণ্যটির থেকে পণ্যাটি অনেক
লোভনীয়;
তাই ব্যর্থ হচ্ছে বিজ্ঞাপনগুলো। দর্শকেরা পণ্যের থেকে
পণ্যাটিকেই কিনতে ও ব্যবহার
করতে অধিক আগ্রহ বোধ করে।

৭১

কোনো দেশের লাঙলের রূপ দেখেই বোঝা যায় ওই দেশের
মেয়েরা কেমন নাচে, কবিরা কেমন কবিতা লেখেন,
বিজ্ঞানীরা কী আবিষ্কার করেন, আর রাজনীতিকেরা
কতোটা চুরি করে।

৭২

যারা ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়,
তারা ধার্মিকও নয়, বিজ্ঞানীও নয়। শুরুতেই স্বর্গ থেকে যাকে
বিতাড়িত করা হয়েছিলো, তারা তার বংশধর।

৭৩

যতোদিন মানুষ অসৎ থাকে, ততোদিন তার কোনো শত্রু
থাকে না; কিন্তু যেই
সে সৎ হয়ে ওঠে, তার শত্রুর কোনো অভাব থাকে না।

৭৪

নারী সম্পর্কে আমি একটি বই লিখছি; কয়েকজন মহিলা
আমাকে বললেন, অধ্যাপক হয়ে আমার এ-বিষয়ে বই লেখা
ঠিক হচ্ছে না। আমি জানতে চাইলাম, কেনো? তাঁরা
বললেন, বিষয়টি অশ্লীল!

৭৫

এদেশে সবাই শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক : দারোগার
শোকসংবাদেও লেখা হয়,
'তিনি শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন!'

৭৬

শিল্পকলা হচ্ছে নিরর্থক জীবনকে অর্থপূর্ণ করার ব্যর্থ প্রয়াস।

৭৭

কিছু বিশেষণ ও বিশেষ্য পরস্পরসম্পর্কিত; বিশেষ্যটি এলে
বিশেষণটি আসে, বিশেষণটি এলে বিশেষ্যটি আসে।
তারপর একসময় একটি ব্যবহার করলেই অন্যটি বোঝায়,
দুটি একসাথে ব্যবহার করতে হয় না। যেমন : ভণ্ড বললেই
পীর আসে, আবার পীর বললেই ভণ্ড আসে।
এখন আর 'ভণ্ড পীর' বলতে হয় না; 'পীর' বললেই 'ভণ্ড
পীর' বোঝায়।

৭৮

ভক্ত শব্দের অর্থ খাদ্য। প্রতিটি ভক্ত তার গুরুর খাদ্য। তাই
ভক্তরা দিনদিন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে আবর্জনায়
পরিণত হয়।

৭৯

মূর্তি ভাঙতে লাগে মেরুদণ্ড, মূর্তিপূজা করতে লাগে মেরুদণ্ডহীনতা।

৮০

আমাদের সমাজ যাকে কোনো মূল্য দেয় না, প্রকাশ্যে তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে, আর যাকে মূল্য দেয় প্রকাশ্যে তার নিন্দা করে। শিক্ষকের কোনো মূল্য নেই, তাই তার প্রশংসায় সমাজ পঞ্চমুখ; চোর, দারোগা, কালোবাজারি সমাজে অত্যন্ত মূল্যবান, তাই প্রকাশ্যে সবাই তাদের নিন্দা করে।

৮১

সৌন্দর্য রাজনীতির থেকে সব সময়ই উৎকৃষ্ট।

৮২

ক্ষুধা ও সৌন্দর্যবোধের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যে-সব দেশে অধিকাংশ মানুষ অনাহারী, সেখানে মাংসল হওয়া রূপসীর লক্ষণ; যে-সব দেশে প্রচুর খাদ্য আছে, সেখানে মেদহীন হওয়া রূপসীর লক্ষণ। এজন্যেই হিন্দি আর বাঙলা ফিল্মের নায়িকাদের দেহ থেকে মাংস ও চর্বি উপচে পড়ে। ক্ষুধার্ত দর্শকেরা সিনেমা দেখে না, মাংস ও চর্বি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।

৮৩

বাঞ্ছিতদের সাথে সময় কাটাতে চাইলে বই খুলুন, অবাঞ্ছিতদের সাথে সময় কাটাতে চাইলে টেলিভিশন খুলুন।

৮৪

স্তবস্তুতি মানুষকে নষ্ট করে।
একটি শিশুকে বেশি স্তুতি করুন, সে কয়েক দিনে পাকা শয়তান হয়ে উঠবে। একটি নেতাকে স্তুতি করুন, কয়েক দিনের মধ্যে দেশকে সে একটি একনায়ক উপহার দেবে।

৮৫

ধনীরা যে মানুষ হয় না, তার কারণ ওরা কখনো নিজের অন্তরে যায় না। দুঃখ পেলে ওরা ব্যাংকক যায়, আনন্দে ওরা আমেরিকা যায়। কখনো ওরা নিজের অন্তরে যেতে পারে না, কেননা অন্তরে কোনো বিমান যায় না।

৮৬

বাঙলাদেশের রাজনীতিকেরা স্থূল মানুষ, তারা সৌন্দর্য বোঝে না ব'লে গণতন্ত্রও বোঝে না; শুধু লাইসেন্স-পারমিট-মন্ত্রীগিরি বোঝে।

৮৭

এমন এক সময় আসে সকলেরই জীবনে যখন
ব্যর্থতাগুলোকেই মনে হয় সফলতা, আর সফলতাগুলোকে
মনে হয় ব্যর্থতা।

৮৮

রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু : একটি ব্যাধি
অপরটি স্বাস্থ্য।

৮৯

মহিলাদের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রবল।
আমার এক বন্ধুপত্নী স্বামীর সাথে টেলিফোনে আলাপের
সময়ও তার স্বামীর মুখে হুইস্কির ঘ্রাণ পান।

৯০

আগে প্রতিভাবানেরা বিদেশ যেতো;
এখন প্রতিভাহীনেরা নিয়মিত বিদেশ যায়।

৯১

অধিকাংশে সুদর্শন পুরুষই আসলে সুদর্শন গর্দভ; তাদের
সাথে
সহবাসে একটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর সাথে সহবাসের
অভিজ্ঞতা হয়।

৯২

বিশ্বের নারী নেতারা নারীদের
প্রতিনিধি নয়; তারা সবাই রুগ্ন পিতৃতন্ত্রের প্রিয় সেবাদাসী।

৯৩

কোনো বাঙালি আজ পর্যন্ত আত্মজীবনী লেখে নি, কেননা
আত্মজীবনী লেখার জন্যে দরকার সততা।
বাঙালির আত্মজীবনী হচ্ছে শয়তানের লেখা ফেরেশতার
আত্মজীবনী।

৯৪

মানুষের তুলনায় আর সবই ক্ষুদ্র : আকাশ তার পায়ের নিচে,
চাঁদ তার এক পদক্ষেপের দূরত্বে, মহাজগত
তার নিজের বাড়ি।

৯৫

কারো প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাখার উপায় হচ্ছে তার সাথে কখনো
সাক্ষাৎ না করা।

৯৬

চারাগাছেও মাঝেমাঝে ফোটে ভয়ংকর ফুল।

৯৭

পুরুষ তার পুরুষ বিধাতার হাতে লিখিয়ে নিয়েছে নিজের
রচনা; বিধাতা হয়ে উঠেছে পুরুষের প্রস্তুত বিধানের
শ্রুতিলিপিকর।

৯৮

হিন্দুবিধানে পুরুষ দ্বারা দূষিত না হওয়া পর্যন্ত নারী পরিশুদ্ধ হয় না!

৯৯

উচ্চপদে না বসলে এদেশে কেউ মূল্য পায় না। সক্রেটিস এদেশে জন্ম নিলে তাঁকে কোনো একাডেমির মহাপরিচালক পদের জন্যে তদ্বির চালাতে হতো।

১০০

সব ধরনের অভিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাজনীতি; রাজনীতিকেরা অভিনয় করে সবচেয়ে বড়ো মঞ্চে ও পর্দায়।

১০১

সক্রেটিস বলেছেন তিনি দশ সহস্র গর্দভ দ্বারা পরিবৃত। এখন থাকলে তিনি ওই সংখ্যার ডানে কটি শূন্য যোগ করতেন?

১০২

বাঙালি মুসলমান জীবিত প্রতিভাকে লাশে পরিণত করে, আর মৃত প্রতিভার কবরে আগরবাতি জ্বালে।

১০৩

নজরুলসাহিত্যের আলোচকেরা সমালোচক নন, তাঁরা নজরুলের মাজারের খাদেম।

১০৪

ভ্রষ্ট বাঙালিকে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ উপায় তার গালে শক্ত ক'রে একটি চড় কষিয়ে দেয়া।

১০৫

ভিখিরির জীবন মহৎ উপন্যাসের বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানদের জীবন সুখপাঠ্য গুজবনামারও অযোগ্য।

১০৬

বাঙালির জাতিগত আলস্য ধরা পড়ে ভাষায়। বাঙালি 'দেরি করে', 'চুরি করে', 'আশা করে', এমনকি 'বিশ্রাম করে'। বিশ্রামও বাঙালির কাছে কাজ।

১০৭

বাঙালি অভদ্র, তার পরিচয় রয়েছে বাঙালির ভাষায়। কেউ এলে বাঙালি জিজ্ঞেস করে, 'কী চাই?' বাঙালির কাছে আগন্তুকমাত্রই ভিক্ষুক। অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে বাঙালি বলে, 'দাঁড়ান।' বসতে বলার সৌজন্যটুকুও বাঙালির নেই।

১০৮

এখানে সাংবাদিকতা হচ্ছে নিউজপ্রিন্ট-বলপয়েন্ট-মিথ্যার পাঁচন।

১০৯

মানুষ মরণশীল, বাঙালি অপমরণশীল।

১১০

এ-সরকার মাঝে মাঝে গোপন চক্রান্ত ফাঁস ক'রে ফেলে। সরকার মাটি আর মানুষের সমন্বয় ঘটানোর সংকল্প ঘোষণা করেছে। আমি ভয় পাচ্ছি, কেননা মাটি ও মানুষের সমন্বয় ঘটে শুধু কবরে।

১১১

আজকালকার অধিকাংশ পিএইচডি অভিসন্দর্ভই মনে আশার আলো জ্বালায়; মনে হয় এখানেই নিহিত আমাদের শিক্ষাসমস্যা সমাধানের বীজ। প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতেই এখন পিএইচডি কোর্স চালু করা সম্ভব, এতে ছাত্ররা আড়াই বছরে একটি ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে পারে। এখনকার অধিকাংশ ডক্টরেটই স্নাতকপূর্ব ডক্টরেট; অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ-মাধ্যমিক ডক্টরেটও পাওয়া যাবে।

১১২

সত্য একবার বলতে হয়; সত্য বারবার বললে মিথ্যার মতো শোনায়। মিথ্যা বারবার বলতে হয়; মিথ্যা বারবার বললে সত্য ব'লে মনে হয়।

১১৩

ফুলের জীবন বড়োই করুণ। অধিকাংশ ফুল অগোচরেই ঝ'রে যায়, আর বাকিগুলো ঝোলে শয়তানদের গলায়।

১১৪

ঢাকা শহরে, ক্রমবর্ধমান এ-পাগলাগারদে, সাতাশ বছর আছি। ঢাকা এখন বিশ্বের বৃহত্তম পাগলাগারদ; রাজধানি নয়, এটা পাগলাধানি; কিন্তু বদ্ধপাগলেরা তা বুঝতে পারে না।

১১৫

বদমাশ হওয়ার থেকে পাগল হওয়া অনেক মানবিক।

১১৬

টেলিভিশনে জাহাজমার্কা আলকাতরার বিজ্ঞাপনটি আকর্ষণীয়, তাৎপর্যপূর্ণ; তবে অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞাপনটিতে জালে,

জাহাজে, টিনের চালে আলকাতরা লাগানোর উপকারিতার কথা বলা হয়; কিন্তু বলা উচিত ছিলো যে জাহাজমার্কা আলকাতরা লাগানোর উৎকৃষ্টতম স্থান হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দা, বিশেষ ক'রে যখন বাঙলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখা যায়।

১১৭

রবীন্দ্রনাথ এখন বাঙলাদেশের মাটি থেকে নির্বাসিত, তবে আকাশটা তাঁর। বাঙলার আকাশের নাম রবীন্দ্রাকাশ।

১১৮

গণশৌচাগার দেখলেই কেনো যেনো আমার বাঙালির আত্মাটির কথা বারবার মনে পড়ে।

১১৯

আমাদের অধিকাংশের চরিত্র এতো নির্মল যে তার নিরপেক্ষ বর্ণনা দিলেও মনে হয় অশ্লীল গালাগাল করা হচ্ছে।

১২০

এখনো বিষের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয় নি, তুমি কথা বলো।

১২১

বিনয়ীরা সুবিধাবাদী, আর সুবিধাবাদীরা বিনয়ী।

১২২

মোল্লারা পবিত্র ধর্মকেই নষ্ট ক'রে ফেলেছে; ওরা হাতে রাষ্ট্র পেলে তাকে জাহান্নাম ক'রে তুলবে।

১২৩

জীবন খুবই মূল্যবান : জীবনবাদীরা যতোটা মূল্যবান মনে করে, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। আর শিল্পকলা জীবনের থেকেও মূল্যবান।

১২৪

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম প্রেম ব'লে কিছু নেই। মানুষ, যখন প্রেমে পড়ে, তখন প্রতিটি প্রেমই প্রথম প্রেম।

১২৫

মার্ক্সবাদের কথা শুনলে এখন মোল্লারাও ক্ষেপে না, সমাজতন্ত্রের কথা তারা সন্তোষের সাথেই শোনে; কিন্তু শরীরের কথা শুনলে লম্পটরাও ধর্মযুদ্ধে নামে।

১২৬

কোন কালে এক কদর্য কাছিম দৌড়ে হারিয়েছিলো এক খরগোশকে, সে-গল্পে কয়েক হাজার বছর ধ'রে মানুষ মুখর। তারপর খরগোশ কতো সহস্রবার হারিয়েছে কাছিমকে, সে-কথা কেউ বলে না।

১২৭

বিধাতা মৌলবাদী নয়।

কে প্রার্থনা করলো, কে করলো না; কে কোন তরুণীর গ্রীবার দিকে তাকালো, কোন রূপসী তার রূপের কতো অংশ দেখালো, এসব তাকে বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন করে না।

কিন্তু বিধাতার পক্ষে এতে ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করে ভণ্ডরা।

১২৮

খুব ভেবেচিন্তে মানুষ আত্মসমর্পণ করে, আর অনুপ্রাণিত মুহূর্তে ঘোষণা করে স্বাধীনতা।

১২৯

মানুষ যখন তার শ্রেষ্ঠ স্বপ্নটি দেখে তখনি সে বাস করে তার শ্রেষ্ঠ সময়ে।

১৩০

এ-বদ্বীপে দালালি ছাড়া ফুলও ফোটে না, মেঘও নামে না।

১৩১

আমার লেখার যে-অংশ পাঠককে তৃপ্তি দেয়, সেটুকু বর্তমানের জন্যে; আর যে-অংশ তাদের ক্ষুব্ধ করে সেটুকু ভবিষ্যতের জন্য।

১৩২

পৃথিবীতে একটি মাত্র দক্ষিণপন্থী সাম্যবাদী দল রয়েছে। সেটি আছে বাঙলাদেশে।

১৩৩

আমাদের প্রায়-প্রতিটি মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের ভেতরে একটি ক'রে মৌলবাদী বাস করে। তারা পান করাকে পাপ মনে করে, প্রেমকে গুনাহ্ মনে করে, কিন্তু চারখান বিবাহকে আপত্তিকর মনে করে না।

১৩৪

শ্রেষ্ঠ মানুষের অনুসারীরাও কতোটা নিকৃষ্ট হ'তে পারে চারদিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

১৩৫

ঋষি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখলে বাল্যকাল থেকেই তাঁর জন্মাব্দ ১৮৬১র আগে দুটি বর্ণ যোগ করতে আমার ইচ্ছে হয়। বর্ণ দুটি হচ্ছে খ্রিপূ।

১৩৬

বাঙলার প্রতিটি ক্ষমতাধিকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের সংঘ।

১৩৭

কবিতা এখন দু-রকম: দালালি, ও গালাগালি।

১৩৮

বাঙলাদেশের সাহিত্যে আধুনিকতাপর্বের পর কি আসবে আধুনিকতা-উত্তর-পর্ব? না। আসতে দেখছি গ্রাম্যতার পর্ব।

১৩৯

পাকিস্তানের ইতিহাস ঘাতক আর শহীদদের ইতিহাস। বাঙলাদেশের ইতিহাস শহীদ আর ঘাতকদের ইতিহাস।

১৪০

বাঙলার বিবেক খুবই সন্দেহজনক। বাঙলার চুয়াত্তরের বিবেক সাতাত্তরে পরিণত হয় সামরিক একনায়কের সেবাদাসে।

১৪১

বাঙলাদেশ অমরদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির নিচে পাঁচ জন ক'রে অমর ঘুমিয়ে আছেন।

১৪২

একবার রাজাকার মানে চিরকাল রাজাকার; কিন্তু একবার মুক্তিযোদ্ধা মানে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়।

১৪৩

পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্রের সাম্প্রতিক দুরবস্থার সম্ভবত গভীর ফ্রয়েডীয় কারণ রয়েছে। সমাজতন্ত্রের মার্ক্সীয়, লেনিনীয়, স্তালিনীয় আবেদন ছিলো, কিন্তু যৌনাবেদন ছিলো না।

১৪৪

স্বার্থ সিংহকে খচ্চরে আর বিপ্লবীকে ক্লীবে পরিণত করে।

১৪৫

অপন্যাস হচ্ছে সে-ধরনের সাহিত্য, যা বছরে লাখ টন উৎপাদিত হ'লেও সাহিত্যের কোনো উপকার হয় না; আর আধ কেজি উৎপাদিত না হ'লেও কোনো ক্ষতি হয় না।

১৪৬

আঠারো তলা টাওয়ারের থেকে শিশিরবিন্দু অনেক উঁচু। চিরকাল শিশিরবিন্দুর পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু অনেক টাওয়ারের চুড়োয় উঠেছি।

১৪৭

সৎ মানুষ মাত্রই নিঃসঙ্গ, আর সকলের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

১৪৮

বিপ্লবীদের বেশি দিন বাঁচা ঠিক নয়।
বেশি বাঁচলেই তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

১৪৯

পুঁজিবাদী পর্বের সবচেয়ে বড়ো ও জনপ্রিয় কুসংস্কারের নাম
প্রেম।

১৫০

জীবনের সারকথা কবর।

১৫১

শাড়ি প'রে শুধু শুয়ে থাকা যায়; এখনো বাঙালি নারীদের
হাঁটা হচ্ছে চলমান শোয়া।

১৫২

শাশ্বত প্রেম হচ্ছে একজনের শরীরে ঢুকে
আরেকজনকে স্বপ্ন দেখা।

১৫৩

প্রেম হচ্ছে নিরন্তর অনিশ্চয়তা; বিয়ে ও সংসার
হচ্ছে চূড়ান্ত নিশ্চিন্তির মধ্যে আহার, নিদ্রা,
সঙ্গম, সন্তান, ও শয়তানি।

১৫৪

মধ্যবিত্ত পতিতাদের নিয়ে সমস্যা
হচ্ছে তারা পতিতার সুখ ও সতীর পুণ্য দুটিই দাবি করে।

১৫৫

ইতিহাস হচ্ছে বিজয়ীর হাতে লেখা বিজিতের নামে একরাশ
কুৎসা।

১৫৬

এখানে কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু লেখাকে মনে করা হয়
গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ। গাধা সম্পর্কে আমি একটি বই
লিখেছি, অনেকে মনে করেন আমি গাধার প্রতি যারপরনাই
শ্রদ্ধাশীল। গরু সম্পর্কে আমি একটি বই
লিখেছি, অনেকে মনে করেন গরুর প্রতি আমি প্রকাশ
করেছি আমার অশেষ শ্রদ্ধা। নারী সম্পর্কে আমি একটি বই
লিখেছি। একটি পার্টটাইম পতিতা, যার তিনবার
হাতছানিতেও আমি সাড়া দিই নি, অভিযোগ করেছেন,
নারী সম্পর্কে বই লেখার কোনো অধিকার আমার নেই,
যেহেতু আমি পতিতাদের শ্রদ্ধা করি না, অর্থাৎ তাদের
হাতছানিতে সাড়া দিই না।

১৫৭

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠ শহীদের নাম মা।

১৫৮

গত দু-শো বছরে গবাদিপশুর অবস্থার যতোটা উন্নতি ঘটেছে নারীর অবস্থার ততোটা উন্নতি ঘটে নি।

১৫৯

মসজিদ ভাঙে ধার্মিকেরা, মন্দিরও ভাঙে ধার্মিকেরা, তারপরও তারা দাবি করে তারা ধার্মিক, আর যারা ভাঙাভাঙিতে নেই তারা অধার্মিক বা নাস্তিক।

১৬০

মসজিদ ভাঙলে আল্লার কিছু যায় আসে না, মন্দির ভাঙলে ভগবানের কিছু যায় আসে না; যায় আসে শুধু ধর্মান্ধদের। ওরাই মসজিদ ভাঙে, মন্দির ভাঙে।

১৬১

মসজিদ তোলা আর ভাঙার নাম রাজনীতি, মন্দির ভাঙা আর তোলার নাম রাজনীতি। কিন্তু ওরা তাকে চালায় ধর্মের নামে।

১৬২

মসজিদ ও মন্দির ভাঙার সময় একটি সত্য দীপ্ত হয়ে ওঠে যে আল্লা ও ভগবান কতো নিষ্ক্রিয়, কতো অনুপস্থিত!

১৬৩

পৃথিবীতে রাজনীতি থাকবেই। নইলে ওই অপদার্থ অসৎ লোভী দুষ্ট লোকগুলো কী করবে?

১৬৪

ক্ষমতায় যাওয়ার একটিই উপায়:
সমস্যা সৃষ্টি করা। সমস্যা সমাধান ক'রে কেউ ক্ষমতায় যায় না, যায় সৃষ্টি ক'রে।

১৬৫

পশু আর পাখিরাই মানবিক।

১৬৬

অন্যদের কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র নিয়ে *হ্যামলেট* বা *ওথেলো* বা *ম্যাকবেথ* লেখা, আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* কেটে কেটে, নষ্ট ক'রে, সত্যজিতের *পথের পাঁচালী* তৈরি করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অন্যের কাহিনীসূত্র নিয়ে *হ্যামলেট* লেখা মানবপ্রজাতির একজনের বিস্ময়কর প্রতিভার লক্ষণ, আর বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* ছিঁড়ে সত্যজিতের *পথের পাঁচালী* তৈরি চিত্রগ্রহণদক্ষতার পরিচায়ক। আরেকটি উৎকৃষ্টতর *হ্যামলেট* বা *ওথেলো* বা *ম্যাকবেথ*, বা *মেঘনাদবধ* মানুষের ইতিহাসে আর লেখা হবে না; কিন্তু সত্যজিতের *পথের পাঁচালীর* থেকে উৎকৃষ্ট *পথের পাঁচালী* হয়তো তৈরি হবে আগামী দশকেই।

১৬৭

সত্যজিত যদি ভারতরত্ন হন, তবে বিভূতিভূষণ বিশ্বরত্ন, সভ্যতারত্ন; কিন্তু অসত্য প্রচারের যুগে মহৎ বিভূতিভূষণকে পৃথিবী কেনো ভারতও চেনে না, চেনে গৌণ সত্যজিৎকে।

১৬৮

বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালীর* পাশে সত্যজিতের চলচ্চিত্রটি খুবই শোচনীয় বস্তু, ওটি তৈরি না হ'লেও ক্ষতি ছিলো না; কিন্তু বিভূতিভূষণ যদি *পথের পাঁচালী* না লিখতেন, তাহলে ক্ষতি হতো সভ্যতার।

১৬৯

সৌন্দর্য যেভাবেই থাকে সেভাবেই সুন্দর।

১৭০

শরীরই শ্রেষ্ঠতম সুখের আকর।

গোলাপের পাপড়ির ওপর লক্ষ বছর শুয়ে থেকে, মধুরতম দ্রাক্ষার সুরা কোটি বছর পান ক'রে, শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত সহস্র বছর উপভোগ ক'রে যতোখানি সুখ পাওয়া যায়, তার চেয়ে অর্বুদগুণ বেশি সুখ মেলে কয়েক মুহূর্ত শরীর মন্থন ক'রে।

১৭১

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে : অবৈজ্ঞানিকটি অধঃপতনতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকটি বিবর্তনতত্ত্ব। অধঃপতনতত্ত্বের সারকথা মানুষ স্বর্গ থেকে অধঃপতিত। বিবর্তনতত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতত্ত্বে বিশ্বাস করে; আমি যেহেতু মানুষের উৎকর্ষে বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাস করি বিবর্তনতত্ত্বে। অধঃপতনের থেকে উৎকর্ষ সব সময়ই উৎকৃষ্ট।

১৭২

শোনা যায় পুরোনো কালে ঘটতো নানা অলৌকিক ঘটনা, তবে পুরোনো কালের অলৌকিক ঘটনাগুলো বানানো বা ভোজবাজি। প্রকৃত অলৌকিক ঘটনার কাল হচ্ছে বিশশতক। পুরোনো কালের কোনো মোজেজ লাঠিকে সাপ বানাতে, বা সমুদ্রের ওপর সড়ক তৈরি করতে পারতেন– ক্ষণিকের জন্যে। ওগুলো নিম্নমানের যাদু। সত্য স্থায়ী অলৌকিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছে শুধু বিশশতকের বিজ্ঞান। বিদ্যুৎ, বিমান, টেলিভিশন, কম্পিউটার,

নতোযান, এমনকি সামান্য পেনাইকলটিও অতীতের যে -
কোনো অলৌকিক ঘটনার থেকে অনেক বেশি
অলৌকিক। বিজ্ঞান অলৌকিকতাকে সত্যে পরিণত করেছে
ব'লে গাধাও তাতে বিস্মিত হয় না, কিন্তু পুরোনো তুচ্ছ
অলৌকিকতার কথায় সবাই বিহ্বল হয়ে ওঠে।

১৭৩

পুরোনো কালের মানুষ যদি দৈবাৎ একটি টেলিভিশনের
সামনে এসে পড়তো, তাহলে তাকে দেবতা মনে
ক'রে পুজো করতো। আজো সেই পুজো চলতো।

১৭৪

ধর্মের কাজ মানুষের মধ্যে বিভেদ
সৃষ্টি করা; তাই এক ধার্মিকের রক্তে সব সময়ই গোপনে
শানানো হ'তে থাকে অন্য ধার্মিককে জবাই করার ছুরিকা।

১৭৫

ধার্মিক কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ নয়, অনেক সময় মানুষই নয়।

১৭৬

মৃত সিংহের থেকে জীবিত গাধাও কতো জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল!

১৭৭

আমার অনুরাগীরা চরম অনুরাগ প্রকাশের সময় খুব
আবেগভরে বলেন যে আমার মতো পণ্ডিত ও প্রতিভাবান
লোক আর নেই; তাই আমার অনেক কিছু হওয়া উচিত।

যেমন অবিলম্বে আমার হওয়া উচিত কোনো একাডেমির
মহাপরিচালক, বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
ইত্যাদি।

শুনে আমি তাঁদের ও নিজের
জন্যে খুব করুণা বোধ করি। আমি হ'তে চাই মহৎ, আর
অনুরাগীরা আমাকে ক'রে তুলতে চান ভৃত্য।

১৭৮

আপনি যখন হেঁটে যাচ্ছেন
তখন গাড়ি থেকে যদি কেউ খুব আন্তরিকভাবে মিষ্টি হেসে
আপনার দিকে হাত নাড়ে, তখন তাকে বন্ধু মনে করবেন
না।

মনে করবেন সে তার গাড়িটার দিকে
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আপনাকে কিছুটা পীড়ন ক'রে
সুখী হ'তে চায়।

১৭৯

শিশু, সবুজ, ও তরুণীরা আছে ব'লে বেঁচে থাকা আজো
আমার কাছে আপত্তিকর হয়ে ওঠে নি।

১৮০

টাকাই অধিকাংশ মানুষের একমাত্র ইন্দ্রিয়।

১৮১

শিল্পীর কতোটা স্বাধীনতা দরকার? নির্বোধেরা মনে করে
এবং দাবি করে যে শিল্পীর দরকার অবাধ স্বাধীনতা। যেনো
শিল্পীকে সমাজরাষ্ট্র অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেবে,
আর সে মনের আনন্দে শিল্পকলা সৃষ্টি ক'রে চলবে। এটা
শিল্পকলা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী ভ্রান্তি। সত্য
এর বিপরীত। সাধারণ মানুষের থেকে একবিন্দুও বেশি
স্বাধীনতা শিল্পীর দরকার নয়; সাধারণ মানুষেরই দরকার অবাধ
স্বাধীনতা, কেননা তারা স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে পারে না।
শিল্পীর কোনো দরকার পড়ে না দিয়ে দেয়া
স্বাধীনতার, কেননা শিল্পীর কাজই স্বাধীনতা সৃষ্টি করা, আর
স্বাধীনতা সৃষ্টি করার প্রথাগত নাম হচ্ছে শিল্পকলা।

১৮২

মানুষ মরলে লাশ হয়, সংস্কৃতি মরলে
প্রথা হয়।

১৮৩

ক্ষমতায় থাকার সময় যারা
সত্য প্রকাশ করতে দেয় না, ক্ষমতা হারানোর পর তারা
অজস্র মিথ্যার প্রকাশ রোধ করতে পারে না।

১৮৪

আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে।

১৮৫

পৃথিবীর প্রধান বিশ্বাসগুলো
অপবিশ্বাসমাত্র। বিশ্বাসীরা অপবিশ্বাসী।

১৮৬

শয়তানই আজকাল আল্লা আর ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে প্রাণ
ভ'রে। আদিম শয়তান আর যাই হোক রাজনীতিবিদ ছিলো
না, কিন্তু শয়তান এখন রাজনীতি শিখেছে; আল্লা আর ঈশ্বর
আর জেসাসের নামে দিনরাত শ্লোগান দিচ্ছে।

১৮৭

মৌলবাদ হচ্ছে আল্লার নামে শয়তানবাদ।

১৮৮

একটি ধর্মান্ধের মুখের দিকে
তাকালেই বোঝা যায় আল্লা অমন লোককে পছন্দ করতে
পারে না।

১৮৯

ঐতিহ্য বলতে এখানে লাশকেই বোঝায়।
তবে লাশ জীবনকে কিছুই দিতে পারে না।

১৯০
গাধা একশো বছর বাঁচলেও সিংহ হয় না।
১৯১
একটা আমলা আর একটা মন্ত্রীর সাথে পাঁচ মিনিট
কাটানোর
পর জীবনের প্রতি ঘেন্না ধ'রে গেলো; তারপর
একটি চড়ুইয়ের সাথে দু-মুহূর্ত কাটিয়ে জীবনকে আবার
ভালোবাসলাম।
১৯২
আমি ঈর্ষা করি শুধু তাদের যারা আজো জন্মে নি।
১৯৩
ভাবাদর্শগত জীবন হচ্ছে বন্দী জীবন।
মানুষ জীবন যাপনের জন্যে জন্মেছে, ভাবাদর্শ যাপনের
জন্যে জন্মে নি।
১৯৪
মুসলমানের মুক্তি ঘটে নি, কারণ তারা অতীত ও তাদের
মহাপুরুষদের সম্পর্কে কোনো সত্যনিষ্ঠ
আলোচনা করতে দেয় না।

১৯৫
গান্ধি দাবি করেন যে তিনি একই সাথে
হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি, কনফুসীয় ইত্যাদি।
একে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা মহৎ ব্যাপার ব'লে মনে
করেছেন। কিন্তু এটা প্রতারণা, ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর
ব্যাপার,–
তিনি নিজেকে ক'রে তুলেছেন সব ধরনের খারাপের
সমষ্টি।
এমন প্রতারণা থেকেই উৎপত্তি হয়েছে বাবরি মসজিদ
উপাখ্যানের। তিনি যদি বলতেন
আমি হিন্দু নই, খ্রিস্টান নই, মুসলমান নই, বৌদ্ধ নই,
ইহুদি নই, কনফুসীয় নই; আমি মানুষ,
তাহলে বাবরি মসজিদ উপাখ্যানের সম্ভাবনা অনেক
কমতো।
১৯৬
ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতা ও
মৌলবাদের আধুনিক উৎস মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি।
১৯৭
সতীচ্ছদ আরব পুরুষদের জাতীয় পতাকা।

১৯৮

পাপ কোনো অন্যায় নয়, অপরাধ অন্যায়। পাপ ব্যক্তিগত, তাতে সমাজের বা অন্যের, এমনকি পাপীর নিজেরও কোনো ক্ষতি হয় না; কিন্তু অপরাধ সামাজিক, তাতে উপকার হয় অপরাধীর, আর ক্ষতি হয় অন্যের বা সমাজের।

১৯৯

সবচেয়ে হাস্যকর কথা হচ্ছে একদিন আমরা কেউ থাকবো না।

২০০

পৃথিবীতে যতো দিন অন্তত একজনও প্রথাবিরোধী মানুষ থাকবে, ততো দিন পৃথিবী মানুষের।